গৃহপ্রাঙ্গন, ছাদ ও বারান্দার ব্যবহার

ইউনিট ৯

ভূমিকা

আমাদের মৌলিক চাহিদার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাসগৃহ। এই বাসগৃহ গ্রাম বা শহরে, ছোট বা বড় পরিসরে হতে পারে। গ্রাম বা মফস্বল শহরের অনেক বাড়ি বড় পরিসরে গঠিত হয়, বড় আঙ্গিনা থাকে। বিভাগীয় শহরে বিশেষ করে ঢাকা শহরের বেশিরভাগ বাসা বা ফ্ল্যাট ছোট পরিসরে হয়। নিজের বসবাসের জায়গা যে রকমই হোক না কেন একটু চিন্তা করে পরিকল্পনা করলেই গৃহপ্রাঙ্গন, ছাদ ও বারান্দার উপযোগিতা বৃদ্ধি করা যায়। এজন্য প্রয়োজন ইচ্ছা শক্তি ও উদ্যোগ গ্রহণ। প্রতিটি বাড়ি বা ভবনকে সবুজ বনায়নের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা ও নান্দনিকতা বৃদ্ধি করা যায়। আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় ফলমূল ও শাকসবজি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ফলমূল ও শাকসবজিই হচ্ছে ভিটামিন ও খনিজলবণের উৎকৃষ্ট উৎস। বাড়ির প্রাঙ্গনে বা ভবনের ছাদে উন্নত প্রজাতির ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ লাগিয়ে, গৃহ পালিত পশু পাখি পালন করে পুষ্টির চাহিদা পূরণ করা যায়, আবার বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করা যায়, অবসর সময়কে কাজে লাগানো যায়। নিজের হাতে উৎপাদিত ফসল মানসিক তৃপ্তি আনে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৯.১ : গৃহপ্রাঙ্গন, ছাদ ও বারান্দার সৌন্দর্য বৃদ্ধি
পাঠ - ৯.২ : গৃহপ্রাঙ্গনে বারান্দা ও ছাদের বহুমুখী ব্যবহার
পাঠ - ৯.৩ : গৃহপ্রাঙ্গনের নকশা পরিকল্পনা

পাঠ-৯.১ গৃহপ্রাঙ্গন, ছাদ ও বারান্দার সৌন্দর্য বৃদ্ধি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গৃহ প্রাঙ্গন, ছাদ ও বারান্দায় সবুজ বনায়নের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- গৃহপ্রাঙ্গনে পশুপাখি পালনের গুরুত্ব বলতে পারবেন;
- গৃহপ্রাঙ্গনের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির উপায় বলতে পারবেন;
- বাড়ির আঙ্গিনায় সৌন্দর্য বর্ধনে লক্ষণীয় বিষয়গুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

সুন্দর, নান্দনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়ে তুলতে, বৈচিত্র্যময় ও পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য গৃহপ্রাঙ্গন, ছাদ ও বারান্দার ব্যবহার বাড়ানো আবশ্যক। এর ফলে এক একটি বাড়ি হয়ে উঠতে পারে উৎপাদন কেন্দ্র সৌন্দর্যের আধার।

সবুজ বনায়ন

সবুজ শ্যামল গাছ প্রাণির জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য। প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে গাছের কোন বিকল্প নেই। বর্তমানে চিকিৎসকেরা ঔষধের পাশাপাশি রোগীর পথ্যর উপর অনেক গুরুত্ব দেন। এছাড়া আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ, বায়ুদূষণ রোধসহ শত শত টন কার্বন শোষণ করে বৃক্ষ পরিবেশ অক্ষত রাখে। গাছের পরিবেশগত মূল্য অপরিসীম। পরিবেশকে প্রাধান্য দিয়ে সবুজ দেশ গঠনে সকলের সচেতনতা আবশ্যক। বর্তমানে নগর জীবনে স্বাস্থ্য ঝুঁকি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে-বায়ুদূষণ মস্তিষ্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, পড়াশোনায় মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি কমায়, অবসাদগ্রস্ততা ও অস্থিরতা বৃদ্ধি করে, সামাজিক শান্তি নষ্ট হয়, জলবায়ুর উপর বিরূপ প্রভাব দেখা দেয়। তাই পরিবেশ রক্ষায় সবুজ বনায়ন তৈরিতে সকলের সচেতনতা আবশ্যক ।

গৃহপ্রাঙ্গনে বা ছাদে সবুজ বনায়নের জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা। গৃহপ্রাঙ্গন বড় হলে বাড়ির সম্মুখ অংশে ফুলের বাগান থাকলে বাড়ির সৌন্দর্য অনেক বৃদ্ধি পায়। পেছনের অংশে বা পাশে সবজি বাগান ও বনজ ,ফলজ ও ঔষধি গাছ লাগানো যায়।

পরিবেশকে প্রাধান্য দিয়ে সবুজ দেশ গড়তে সবার অঙ্গিকার আবশ্যক। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন।

পশু-পাখি পালন

বাড়ির পেছনের প্রাঙ্গনে হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল লালন পালনের ব্যবস্থা করা যায়। গরু-ছাগল পালনের জন্য গোয়াল ঘর তৈরি করতে হয়। হাঁস, মুরগি ও কবুতরের ঘর তৈরি করা যায়। শহরাঞ্চলে বাড়ির ছাদে মুরগি, কবুতর, কোয়েল পাখি পালন করা যায়। গরু ছাগল, হাঁস, মুরগি, কবুতর, কোয়েল পাখির ডিম ও মাংস আমিষের উৎকৃষ্ট উৎস। পশু পাখি পালন করে পরিবারের আমিষের চাহিদা মেটানো যায়। বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করা যায়। আবার অনেক আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ করা যায়।

খেলাধুলা

গৃহপ্রাঙ্গনে পর্যাপ্ত জায়গা থাকলে শিশু ও বড়দের জন্য ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট, বাস্কেট বল ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ খেলাধুলার ব্যবস্থা রাখা যায়। এতে আনন্দ ও বিনোদন পাওয়া যায় আবার স্বাস্থ্য সুরক্ষা হয়। শিশুরা বাড়ির প্রাঙ্গনে যাতে ছুটাছুটি করতে পারে, সাইকেল চালাতে পারে তার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়, বিনোদন লাভ করা যায় আবার শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।

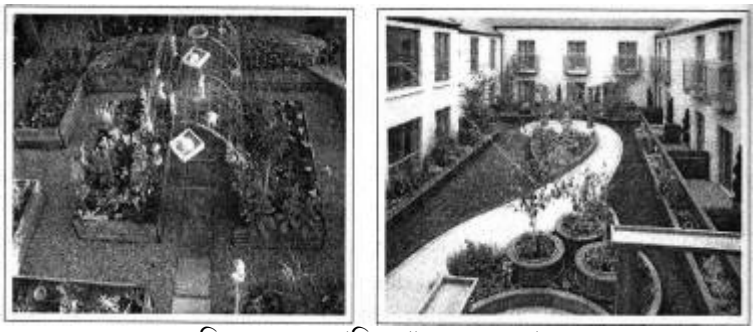

চিত্র ৯.১.১ : বাড়ির প্রাঙ্গনের ব্যবহার

গৃহপ্রাঙ্গন ব্যবহারের লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

- বাড়ির সম্মুখভাগের উন্মুক্ত প্রাঙ্গন ব্যবহারের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, বাড়িতে প্রবেশের ক্ষেত্রে যেন কোন ব্যাঘাত না ঘটে।
- উন্মুক্ত প্রাঙ্গন বা ছাদের আয়তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাগান করতে হবে।
- ঋতু অনুসারে বাগানে ফুল-ফল বা সবজি লাগাতে হবে।
- বাগান এমন হবে যাতে হাঁটাচলা ও বাগানের যত্ন নেয়ার জন্য খোলা জায়গা থাকে।
- বাড়ির পিছনের অংশে মাচা তৈরি করে সবজি বাগান করা যায়। লাউ, সীম, পুঁই, চালকুমড়া, করল্লা ইত্যাদি সবজি চাষ করা যায়।
- বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি বা ফুলের গাছ লাগালে নিয়মিত পরিচর্যা প্রয়োজন। যদি নিয়মিত পরিচর্যা করা না হয় তবে বাগানের ও বাড়ির সৌন্দর্য নষ্ট হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার বাড়ির ছাদে ফুল ও ফলের বাগানের একটি পরিকল্পনা তৈরি করুন।

সারাংশ

সবুজ বনায়নের মাধ্যমে বাড়ি ও ফ্ল্যাটের নান্দনিকতা ও সোন্দর্য বৃদ্ধি করা যায়। বনায়নের জন্য আমাদের দেশের মাটি ও আবহাওয়া খুবই অনুকূলে। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ তৈরি ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে আমাদের দেশের প্রতিটি পরিবারের সচেতনতা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। ফলে একদিকে যেমন, সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা বৃদ্ধি পাবে আবার অন্যদিকে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়ে তোলা এবং বৈচিত্র্যময় ও পুষ্টিকর খাদ্য সহজে লাভ করা যাবে। পরিবারের সচেতনতার ফলেই এক একটি বাড়ি হয়ে উঠতে পারে উৎপাদন কেন্দ্র ও সৌন্দর্য্যের আধার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাড়ির পেছনের অংশে কী তৈরি করে সবজি বাগান করা যায়?
ক) খাচা খ) মাচা গ) ঘর ঘ) গর্ত

২। প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে কোনটির কোনো বিকল্প নেই ?
ক) কাজের খ) মাঠের খ) গাছের ঘ) বাড়ির

৩। বড় গৃহপ্রাঙ্গন বিশিষ্ট বাড়ির সম্মুখ অংশে কী থাকলে বাড়ির সৌন্দর্য অনেক বৃদ্ধি পায় ?
ক) গাড়ি খ) ফুলের বাগান গ) দোকান ঘ) সুইমিং পুল

৪। শহুরে বাড়ির ছাদে কী পালন করা হয় ?
ক) গরু-ছাগল, ভেড়া খ) বানর, হরিণ গ) গরু, মহিষ ঘ) মুরগি, কবুতর, কোয়েল পাখি

পাঠ-৯.২ গৃহাঙ্গনে বারান্দা ও ছাদের বহুমুখী ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বারান্দার শ্রীবৃদ্ধির জন্য কী কী গাছ লাগানো যায় তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- বাড়ির ছাদকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে সবুজ বিপ্লব ঘটানো যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বারান্দা ও ছাদের বহুমুখী ব্যবহারের সুবিধা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

শহর এলাকায় পাকা বা ফ্ল্যাট বাড়িতে টবে, ড্রামে এবং পাকা করে আধার তৈরি করে ফুল, ফল ও সবজি আবাদ করা যায়। শহরাঞ্চলে সবুজের পরশ পেতে হলে ঘরোয়া বাগান বা ইনডোর গার্ডেনের গুরুত্ব অপরিসীম। ঘরের কোণে ছোট ছোট টবে ফার্ণ, পাম, মানি প্লান্ট, ক্যাকটাস, পাতাবাহার গাছ, কক্ষের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়। অসীম প্রকৃতিকে গৃহ সীমায় এনে দেয়। তবে ঘরের ভিতরের গাছগুলোকে মাঝে মাঝে রোদে দিতে হয়। রোদ না পেলে গাছের সতেজতা হ্রাস পায় ও গাছ মরে যায়। তবে বারান্দায় ছিকা করে গাছ লাগালে লতা ছিকা বেয়ে ঝুলে পরে ফলে বেশ দৃষ্টিনন্দন হয়।

বারান্দার ব্যবহার

বারান্দায় মাটির ছোট, বড় টবে, মাটির পাত্রে গোলাপ, বেলি, বিভিন্ন ক্যাকটাস, ঝাউ গাছ, পাতাবাহার, মানি প্লান্ট ইত্যাদি গাছ লাগানো যায়। এই ধরনের গাছ বারান্দার শ্রীবৃদ্ধি করে। আবার ছিকা বা রডের স্ট্যান্ড তৈরি করেও টব রাখা যায়। এতে অল্প পরিসর জায়গার ব্যবহার বাড়ানো যায়।

বারান্দায় ফুলগাছ ছাড়াও ফল, সবজি যেমন- কাঁচা মরিচ, লেবু, ধনে পাতা, বেগুন, টমেটো ইত্যাদি গুল্মজাতীয় গাছের আবাদ করা যায়। বারান্দায় গাছ লাগাতে হলে লক্ষ্য রাখতে হবে গাছে যেন পর্যাপ্ত রোদ লাগে।

চিত্র ৯.২.১ : বারান্দায় বাগান

চিত্র ৯.২.২ : ছাদে সবজি বাগান

টবে বা ড্রামে গাছ লাগাতে হলে, প্রথমে টব ও ড্রাম তৈরি করে নিতে হবে। টব বা ড্রামের নিচে মাঝ বরাবর একটি ছিদ্র করতে হবে যাতে পানি নিষ্কাষিত হতে পারে। এবার ছিদ্রটির উপর একটি মাটির পাত্রের ভাঙ্গা টুকরা রেখে তার উপর কিছু খোয়া বা ইটের টুকরা এবং টুকরার উপর শুকনা পাতা দিতে হবে, তারপর জৈব সার মিশ্রিত মাটি ভরতে হবে। মাটি টবের উপরের লেবেল থেকে এক ইঞ্চি নিচে থাকবে, এতে পানি গড়িয়ে বাহিরে পরে যাবে না। এরপর টবটি গাছ লাগানোর উপযুক্ত হবে।

ছাদের ব্যবহার

শহরের বাড়িতে ছাদ হলো উন্মুক্ত স্থান। ছাদের পরিকল্পনা করে সবজি ও ফলের বাগান করা এবং মুরগি, কোয়েল পাখি ও কবুতর পালন করা যায়। এক্ষেত্রে তারের জাল দিয়ে ঘর তৈরি করে নিতে হয়। ছাদে যেসব গাছ লাগানো যায়, তা হলো– কলম করা আম, পেয়ারা, ডালিম, পেঁপে, বরই ইত্যাদি। সবজির মধ্যে লাউ, সীম, ঝিঙ্গা, কুমড়া, পুঁই, শশা, করল্লা

ইত্যাদি। মরিচ, লেবু, টমেটো, বেগুন ইত্যাদি গুল্ম গাছও লাগানো যায়। তবে গাছ কেবল লাগালেই চলবে না এর যত্ন ও পরিচর্যা করতে হবে।

শহরের প্রতিটি বাড়ির ছাদকে যদি সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা যায় তবে সবুজের বিপ্লব ঘটানো সম্ভব। নিজের উৎপাদিত সবজি একদিকে যেমন তৃপ্তি দিবে অন্যদিকে অর্থের সাশ্রয় হবে। অবসর সময়কে কাজে লাগানো যাবে। পরিবারের সবাই মিলে কাজ করলে সকলের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

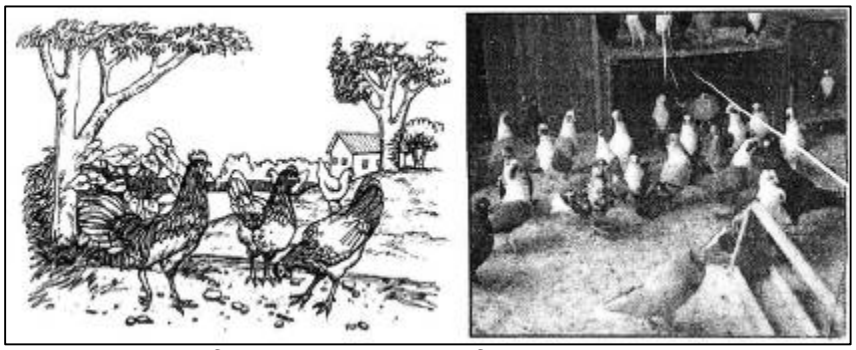

চিত্র ৯.২.৩ : কবুতর ও মুরগি পালন

শিক্ষার্থীর কাজ	বাড়ির বারান্দা ও ছাদের ব্যবহার বৃদ্ধিতে আপনার পরিবার কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে বলে আপনি মনে করেন ব্যাখ্যা করুন।

সারাংশ

ঢাকা শহরের একটি বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মধ্যে খোলা জায়গা হলো বাড়ির ছাদ ও বারান্দা। এই ছাদ ও বারান্দার যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে উপযোগিতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। ছাদ ও বারান্দায় বিভিন্ন ফুল ও ফলের গাছ, হাঁস, মুরগি,কবুতর, কোয়েল পাখি পালন করা যায়। গ্রাম ও শহরের প্রতিটি বাড়ি যদি এক একটি উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত হয় তা হলে দেশে সবুজ বিপ্লব ঘটানো সম্ভব। এতে একদিকে যেমন অপুষ্টি দূর করা যাবে, আবার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করাও সম্ভব হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

শরীফ স্নাতক পর্যায়ের একজন শিক্ষার্থী। সে তার বাড়ির ছাঁদে হাঁস, মুরগি পালন করে। প্রথম শখ হিসেবে শুরু করলেও বর্তমানে এটি তার আয়ের উৎস।

১। হাঁস-মুরগি পালনে করে শরীফের কীসের সংস্থান হচ্ছে?
ক) অর্থের খ) বিত্তের গ) অপচয়ের ঘ) অপব্যবহার

২। হাঁস মুরগি পালনের ফলে শরীফের-
i) শখ পূরণ হচ্ছে ii) পরিবারের আমিষের চাহিদা পূরণ হচ্ছে iii) সময়ের অপচয় হচ্ছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। ফুল ও সবজি বাগান কীরূপ স্থানে করা উচিত ?
ক) ছায়াযুক্ত স্থানে খ) রোদপূর্ণ স্থানে গ) অন্ধকারে ঘ) জলাশয়ে

৪। বারান্দার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে-
i) ঝাউ গাছ ii) মানি প্লান্ট iii) ক্যাকটাস
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৯.৩ গৃহপ্রাঙ্গনের নকশা পরিকল্পনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাড়ির সামনে ও পেছনের অংশে ফুল, ফল ও সবজি বাগান করার নকশা পরিকল্পনা করতে পারবেন;
- গাছের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করার উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

বাড়িতে বড় আঙ্গিনা থাকলে মাচা করে ফুল ও বিভিন্ন মৌসুমী সবজি উৎপাদন করা যায়। এর জন্য আঙ্গিনার পরিকল্পনা করতে হবে। আঙ্গিনার যে দিকে রোদ থাকে সেই দিকে বাগান করতে হবে। কারণ রোদ না পেলে গাছ ভালো হয় না। আঙ্গিনার যে দিকে ছায়া থাকে সেই দিকে হাঁস-মুরগি-কবুতর পালনের ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।

বাড়ির সামনের অংশের ব্যবহার

সামনের অংশে বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ফুলের বাগান করতে সবাই পছন্দ করে। গোলাপ, রঙ্গন, কাঠালিচাঁপা, জবা ইত্যাদি গাছ একবার লাগালে বহু বছর ফুল দেয়। এসব গাছ প্রাচীরের পাশে এবং সম্মুখভাগে মৌসুমী ফুল লাগানো যায়। এতে বড় গাছের ছায়া ছোট গাছে পরবে না। ছোট গাছগুলো সতেজ হবে। সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে।

চিত্র ৯.৩.১ : বাড়ির সম্মুখ অংশের বাগান

চিত্র ৯.৩.২ : ছাদের বাগান

বাড়ির পেছনের অংশের ব্যবহার

১। বাড়ির পেছনের অংশে বড় বৃক্ষ প্রাচীরের পাশে লাগানো যায়। যেমন- নারিকেল, সুপারি, কাঁঠাল, আম, পেয়ারা, সফেদা ইত্যাদি। বাকি অংশে মাচা করে লতানো গাছ, যেমন- লাউ, কুমড়া, সীম, করলা ইত্যাদি উৎপাদন করা যায়।

২। গুল্ম জাতীয় গাছ, যেমন- লেবু, কাঁচামরিচ ইত্যাদি গাছ প্রাচীরের পাশে লাগাতে হবে।

৩। যে অংশে রোদ পরে সেখানে বেড তৈরি করে সবজি আবাদ করা যায়।

চিত্র ৯.২.৩ : বাড়ির পেছনের অংশের ব্যবহার

যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ

গৃহপ্রাঙ্গনে কেবল গাছ লাগালেই চলবে না এর যথাযথ যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা আবশ্যক। যেমন–

১। গাছের জন্য দোঁয়াশ মাটি সবচাইতে ভালো। বাগান করার সময় মাটিতে প্রয়োজনমত সার মিশিয়ে নিতে হয়। এই সার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন- উদ্ভিজ্জ সার, প্রাণিজ সার ও রাসায়নিক সার।

২। মাটি প্রস্তুত করার পর পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৩। উত্তম বীজ ব্যবহার করতে হবে।

৪। সবজি ও ফুলের বাগানের আগাছা, পঁচা পাতা, গাছ ফেলে দিতে হবে।

৫। পোকা রোধ করার জন্য কীটনাশক নিয়ম অনুযায়ী স্প্রে করতে হবে।

৬। হাঁস-মুরগি, গরু, ছাগল পালন করলে, এদের খাঁচা, খোপ বা ঘর নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। সময়মত খাবার পানি সরবরাহ করতে হবে এবং সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষার জন্য পশু চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

জীবন ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য যেমন প্রযুক্তি নির্ভরতা প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন প্রকৃতি নির্ভরতা এবং পরিবেশ বান্ধবতা। প্রকৃতিকে বর্জন করে নগরায়ন ও আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ মানবজীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ। তাই আমাদের উচিৎ পরিবেশ বান্ধব জীবন গঠনের জন্য প্রতিটি বসতবাড়ি, প্রতিটি ভবনের ছাদ, বারান্দা গাছপালায় বেষ্টিত করা।

শিক্ষার্থীর কাজ	গৃহপ্রাঙ্গনে কী ধরনের নকশা পরিকল্পনা করবেন তা আলোচনা করুন।

সারাংশ

গৃহপ্রাঙ্গনকে উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত করতে হলে পরিকল্পনা অবশ্যক। পরিকল্পনা করে কাজ করলে সোন্দর্য বৃদ্ধি পায়। জায়গার অপচয় হয় না । গাছের যত্ন নেয়া সহজ হয়। বাড়ির সামনের অংশে বা ফ্ল্যাটের সামনের লনে ফুল ও গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ, পেছনের খালি জায়গায় ফল, শাক-সবজি ও বড় গাছ লাগানো যেতে পারে। তবে কেবল গাছ লাগালেই হবে না, এর যথাযথ পরিচর্যা আবশ্যক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাগানের জন্য সবচাইতে ভালো মাটি কোনটি ?

ক) বেলে মাটি খ) দোঁয়াশমাটি

গ) কাদা মাটি ঘ) আঠালো মাটি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

রিতা তার বাড়ির ছাদে বাগান করেছে। সকালে সে তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাগানে কাজ করে। এতে সবাই আনন্দ পায়।

২। রিতার বাগানে কী গাছ আছে ?

ক) সবজি খ) আম

গ) সুপারি ঘ) পেঁপে

৩। সবাই মিলে বাগানে কাজ করায়-

i) সবার সাথে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে

ii) অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে

iii) অবসর সময়কে কাজে লাগানো যাচ্ছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ড় মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। রাশেদার বাগান করার খুব শখ। সে বাগান করার পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক জ্ঞান অর্জন করে এবং বাগান করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সে তার ফ্ল্যাট বাড়ির ছাদে টবে ফল ও সবজি চাষ করে। তাকে দেখে এলাকার অনেকে বাগান করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সে বলে "একটি বাড়ি একটি খামার" এই পরিকল্পনায় আমাদের উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাওয়া আবশ্যক।

ক) শহর এলাকায় বাগান করার উত্তম স্থান কোথায়?

খ) গৃহপ্রাঙ্গনের বহুমুখী ব্যবহার কীভাবে করা যায়?

গ) রাশেদা কীভাবে বাগানের পরিকল্পনা করেছে?

ঘ) উদ্দীপকে রাশেদার বক্তব্যকে কীভাবে বাস্তবায়িত করা যায়। তা আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। গৃহের কোন অংশ মনকে প্রফুল্ল রাখতে সাহায্য করে?

২। গৃহের সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা বৃদ্ধির জন্য গৃহের কোন অংশের ব্যবহারিক উপযোগিতা রয়েছে ?

৩। গৃহের কোন অংশে ফুলের বাগান করলে গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। উন্মুক্ত স্থান বা গৃহপ্রাঙ্গন আমরা কীভাবে ব্যবহার করতে পারি? বর্ণনা করুন।

২। গৃহপ্রাঙ্গনের পিছনের অংশ কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে? বর্ণনা করুন।

৩। সবজি বাগানের উপকারিতা কী? ব্যাখ্যা করুন।

৪। গৃহপ্রাঙ্গণ ও ছাদের ব্যবহার কীভাবে আমিষের চাহিদা পূরণ করে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৯.১ : ১। খ, ২। গ, ৩। খ, ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৯.২ : ১। ক, ২। ক, ৩। খ, ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৯.৩ : ১। খ, ২। ক, ৩। ঘ